টুকটুকি আর জাদুর লাটিম

মোঃ শাহরিয়ার বিন জাহাংগীর

এক ছোট্ট গ্রামে থাকত টুকটুকি নামে এক মেয়ে।
টুকটুকি ছিল খুব কৌতুহলী। সে সবসময় প্রশ্ন করত
“আকাশ এত নীল কেন?”
“পিঁপড়া সারি বেঁধে চলে কেন?”
“ঘুড়ি উড়ে কিন্তু মাছ কেন উড়ে না?”

একদিন বিকেলে,
সে মাঠে খেলতে গিয়ে দেখতে পেল
একটা পুরনো লাটিম ঝোপের পাশে পড়ে আছে।
লাটিমটা চকচকে না হলেও, মাঝখানে
ছোট্ট একটা লাল রত্ন বসানো।

টুকটুকি লাটিমটা ঘুরাতেই,
চারপাশে ঝলমলে আলো ছড়িয়ে পড়ল।
হঠাৎ এক পাখি এসে বলল
“আমি জাদুর পাখি কুলকুল! তুমি জাদুর লাটিম চালু করেছো,
এখন তিনটা ইচ্ছে পুরণ করতে পারো।”

টুকটুকির চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
সে ভাবল, ভাবল তারপর বলল....

প্রথম ইচ্ছে:

"আমি চাই, সবাই পড়াশোনাকে খেলা মনে করুক।"
পাখি ডানা ঝাপটাতেই, বইগুলো গান গাইতে
শুরু করল! অংকের বই বলছে....

"৩ আর ৩ মিলিয়ে হয় ৬,
খেলতে খেলতেই শেখা হয়!"

দ্বিতীয় ইচ্ছে:

"আমি চাই গাছেরা কথা বলুক।"

তখন মাঠের গাছটা বলল....

"ধন্যবাদ টুকটুকি! আমরা অনেক কথা জমিয়ে রেখেছিলাম!"

তৃতীয় ইচ্ছে:

“আমি চাই, কেউ যেন কখনো মন খারাপ না করে।”

পাখি মুচকি হাসল, তারপর বলল....

“এই ইচ্ছে শক্তিশালী,
কারণ খুশির বীজ সবার মনেই থাকে।
শুধু একটু যত্ন নিলেই
ওরা ফুটে ওঠে।”

এরপর লাটিমটা হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে আকাশে মিলিয়ে গেল।
টুকটুকি বুঝে গেল
জাদু সব সময় বাইরের কিছু না,
অনেক সময় নিজের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে।

টুকটুকি আর জাদুর লাটিম

বার্তাঃ

শিশুদের কৌতূহল, বইয়ের ভালোবাসা, প্রকৃতির প্রতি যত্ন এবং
ভালো মন নিয়েই সত্যিকারের জাদু তৈরি হয়।